কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ৩"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْث অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১.মিসরের যে ব্যাক্তি তাকে ক্রয় করে নেয়, সে তার স্ত্রী কে বলেছিল, একে সুন্দর ও সম্মানজনকভাবে রাখো।

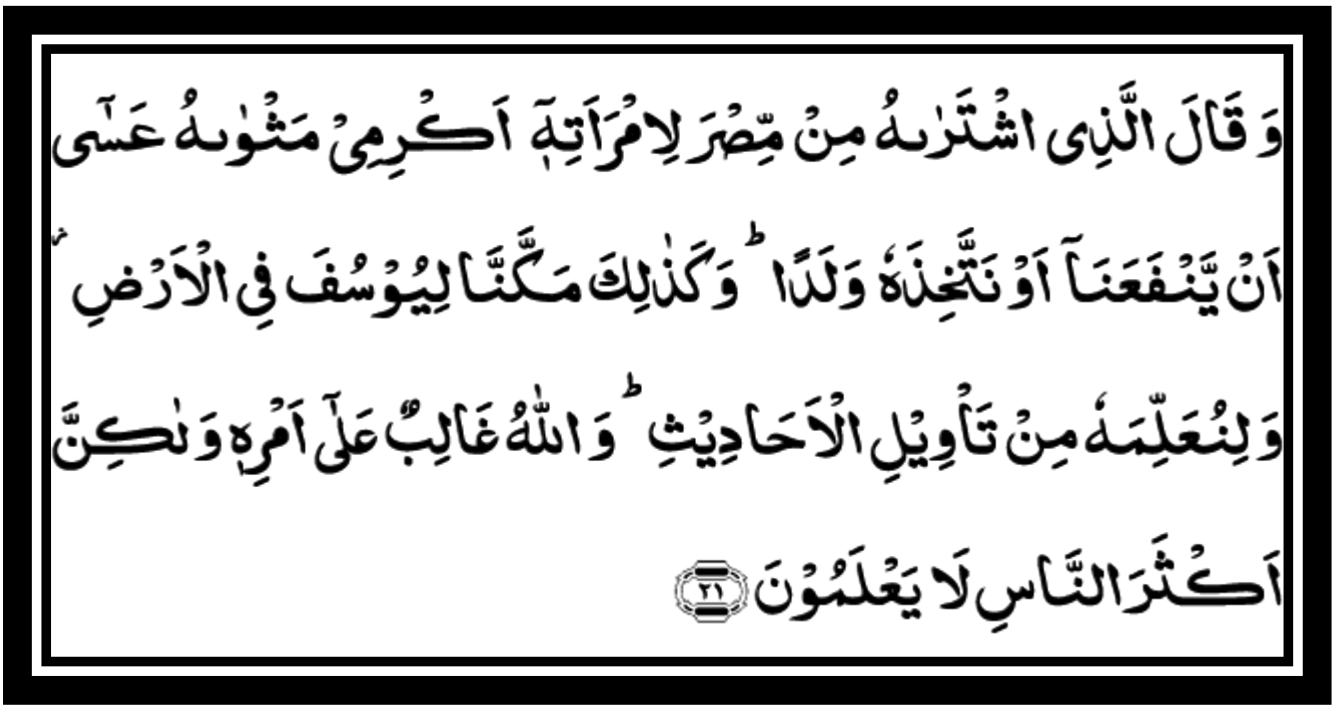
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى
اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۭ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ
وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۭ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো একে সম্মানে রাখার ব্যবস্থা করো। সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এইভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তাহাকে স্বপ্নের বিষয়ে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য। আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফে ১২:২১)

২. ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে, পূর্ণ বয়সে উপনীত হয়, আমরা তাকে প্রদান করি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।

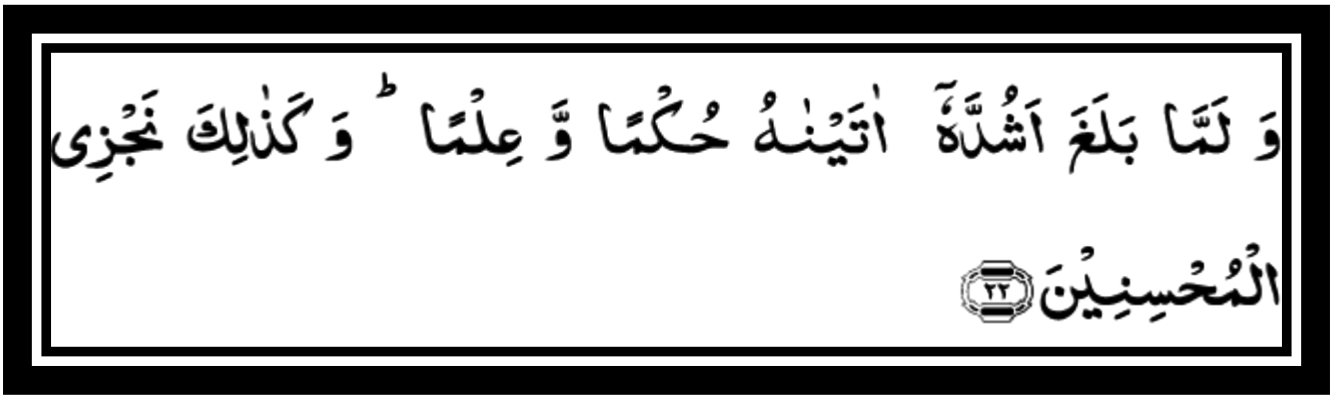
وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। (সূরা ইউসুফে ১২:২২)

৩. এদিকে যে মেয়েলোকটির ঘরে সে অবস্থান করছিলো, সে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পথ অবলম্বন করে।

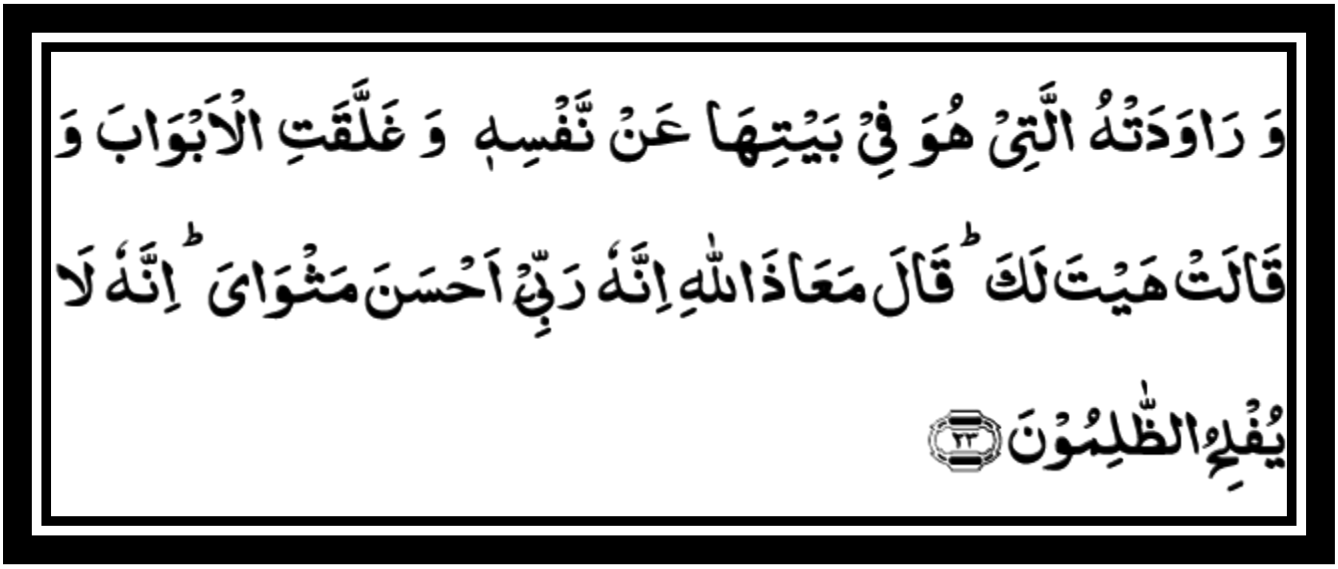
وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِیْ هُوَ فِیْ بَیْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَ
قَالَتْ هَیْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَا
یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বললো শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলিল, আল্লাহ রক্ষা করুন; তিনি আমার প্রভু; তিনি আমাকে সযত্নে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফল হয় না। (সূরা ইউসুফে ১২:২৩)

৪. মেয়েলোকটি তো তার প্রতি আসক্ত হয়েই ছিল, আর সেও তার প্রতি আসক্তিতে জড়িয়ে পড়তো, যদি তার প্রভুর প্রতি স্পষ্ট প্রমাণ (evidence) তার দৃশ্য পথে না থাকতো।

وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ
عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ ﴿۲۴﴾

সেই রমনী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েই ছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্তি হইয়া পড়িত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তার মন্দ বিষয় ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়াছিলাম। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (সূরা ইউসুফে ১২:২৪)

৫. সুতরাং তারা একজন আরেকজনের পেছনে দাওয়ার দিকে দৌড়ে, আর মেয়েলোকটি পেছন থেকে ইউসুফের জামা টেনে ধরে ছিড়ে ফেলে।

وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا
الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বললঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (সূরা ইউসুফে ১২:২৫)

৬. তখন ইউসুফ বললো, উনি আমাকে অসৎ কর্মে জড়িত করার চেষ্টা করেছেন।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ
قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারে একজন সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদি এবং সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদি। (সূরা ইউসুফে ১২:২৬)

৭. আর ইউসুফের জামা যদি পেছন দিকে ছিড়ে গিয়ে থাকে, আপনার স্ত্রীর কথা অসত্য।

وَ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদি এবং সে সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফে ১২:২৭)

৮. তার স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেড়া, তখন সে বলে উঠলো, অবশ্যই এটা তোমাদের নারীদের ষড়যন্ত্র।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল, নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্নক। (সূরা ইউসুফে ১২:২৮)

৯. হে ইউসুফ, তুমি বিষয়টি উপেক্ষা কারো। আর হে আমার স্ত্রী, তুমি তো তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও।

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ
الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾

হে ইউসুফ ! এ প্রসঙ্গ উপেক্ষা করো এবং হে নারী ! এ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর নিঃসন্দেহে তুমি-ই অপরাধী। (সূরা ইউসুফে ১২:২৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি নিজের জ্বিনা-ব্যাভিচার, বলাৎকার-ধর্ষণ এগুলোতে উড়িয়ে না পড়ি। সমাজকে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। কোরআন হাদিসের নির্দেশ পালন করার মাধ্যমেই সমাজ এ রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু